২২৬৭
তারিখ ২০ JAN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

সতর্কবাণী সত্ত্বেও অতিরিক্ত ফি আদায়

আসছে ২০শে এপ্রিল থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে এবারকার পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের কাজ কোথাও শেষ হয়েছে, কোথাও চলছে। এবং প্রতিবছরের মতো এবারও অভিযোগ আসছে পরীক্ষার বৈধ ফি-এর সঙ্গে অতিরিক্ত ফি আদায়ের। সরকার অবশ্য গত ২রা জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক তথ্য বিবরণীতে এই অতিরিক্ত ফি আদায়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। ফি কোন্ কোন্ খাতে এবং কি হারে নিতে হবে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, এর চেয়ে বেশি আদায় করা হলে যেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের জানানো হয়। কিন্তু এ সতর্কবাণী উচ্চারণের আগেই অনেক স্কুলে ফরম পূরণ ও যথারীতি অতিরিক্ত ফি আদায়ের কর্মটি সারা হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের মিরসরাই থানাধীন নিজামপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী 'জনৈকা পরীক্ষার্থী' নামে সহযোগী একটি দৈনিকে চিঠি লিখে বলেছে, তার এবং অন্যদের কাছ থেকে ফি-এর নামে মোট ১৫০০ টাকা করে নেয়া হয়েছে। সরকারি ঘোষণা দেখে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে তিনি নাকি সাফ সাফ বলে দিয়েছেন, বাড়াবাড়ি করলে পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না। একই দৈনিকে গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও গাজীপুর থেকেও দু'জন পত্রলেখক একই ধরনের অভিযোগ তুলে আদায় করা অতিরিক্ত টাকা ফেরতদানের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। গত ১৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক রিপোর্টে রামগড়ু, বাগেরহাট ও নড়াইলের কালিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। হাওয়াই অভিযোগ নয়, স্কুলগুলোর নাম এবং টাকার অংকও উল্লেখ করা আছে। অতিরিক্ত ফি'র টাকা দিতে গিয়ে দরিদ্র অভিভাবকদের যে এবারও হিমশিম খেতে হচ্ছে, কেউ কেউ শেষ সম্বল গরু-ছাগল ও ধান-চাল পর্যন্ত বিক্রি করছেন সে দুর্দশার কাহিনীও ছাপা হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানে নিয়মমতো ফি আদায় করা হচ্ছে কিনা তা আন্দাজ করে বলা মুশকিল। তবে বছরের পর বছর বেঁধে দেয়া নিয়ম ভেঙে ম্যাগাজিন, মিলাদ, মিলনায়তন, খেলাধুলা, স্কুল মেরামত, কমনরুম ইত্যাদি খাত দেখিয়ে যেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ অবৈধ ফি (নাকি চাঁদা?) আদায় করছেন তারা সরকারের এক ধমকেই কাত হয়ে যাবেন বলে ভরসা হয় না, অন্তত অভিজ্ঞতা তাই বলে। ঢাকা নগরীর স্কুলগুলোও এবার বোর্ড নির্ধারিত ফি'র বাইরে টাকা নিচ্ছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দুঃখের কথা যে, অন্যান্য বছর এমনকি সরকারি স্কুলগুলোকেও বাড়তি ফি আদায়ের প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা গেছে। এবারও তারা সরকারি নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালো কিনা কর্তৃপক্ষের উচিত তার খোঁজ নেয়া।

আমরা যতদূর জানি, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জুন পর্যন্ত টিউশন ফি ও সেশন চার্জ নেয়ার বিধান রয়েছে। পরীক্ষার ফি'র সঙ্গে এই টাকাটা স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন। গ্রামের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত বেতন দেয় না বলে ফরম পূরণের সময় শিক্ষকরা বকেয়া বেতনটুকুও আদায় করে নেন। কারণ পাওনা আদায়ের এটাই শেষ সুযোগ। এসব নিয়ে কিন্তু অভিযোগ উঠছে না। অভিযোগ উঠেছে এমন সব খাতে টাকা আদায়ের ব্যাপারে, যেসব খাতে স্কুল পয়সা খরচ করে এমন দৃষ্টান্ত কম। ক'টা স্কুল ম্যাগাজিন বের করে? ক'টা স্কুলে লাইব্রেরী রয়েছে? ক'টা স্কুলে রয়েছে মিলনায়তন বা খেলাধুলার সুযোগ? ক'টা স্কুলের মেরামত কাজ হয়েছে পরীক্ষার্থীদের দেয়া পয়সায়? তবু মওকা পেয়ে অসহায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কান মুচড়ে এই 'চাঁদা' আদায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যেসব স্কুলে উপরুল্লিখিত খাতগুলোর কিছু পয়সা ব্যয় হয়, সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন রয়েছে— এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এর সুফল ভোগ করে কিনা। কারণ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পর থেকে কার্যত স্কুলে তারা অনুপস্থিতই থাকে। আসল কথা, পরীক্ষার ফি আদায়ের সময়টাকে অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষই তাদের জন্য সুবর্ণ সময় বলে মানেন। সেজন্যই এমন খবরও মেলে যে, কোন কারণে পরীক্ষার ফরম পৌঁছুতে দেরি হলেও দূর মফস্বলের কোন কোন স্কুলে ফি আদায় শুরু হয়ে গেছে। এইসব কান্ডকীর্তি ও অতিউৎসাহ দেখিয়ে দেয় এদেশের শিক্ষার সংকট কতদূর পর্যন্ত গেছে।

প্রতিবছরই এই সময়টায় আমরা অতিরিক্ত ফি আদায়ের এসব ঘটনা জানতে পারি ও প্রতিকার চেয়ে লিখি। এবার সরকার তথ্য বিবরণী দিয়ে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা জানতে চাই, যেসব অভিযোগ পাওয়া গেছে ও যাচ্ছে তার সত্যতা কতখানি এবং এই দুর্নীতি দমনে সরকার কতখানি আন্তরিক ও তৎপর। অতিরিক্ত ফি আদায়ের ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাদের কাজের পক্ষে নানারকমের অজুহাত খাড়া করবেন, সে আমাদের জানা। সরকার তাদের এই দেন না, ঐ দেন না বলে তারা 'বিদায়ী' ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করে ঘাটতি পুষিয়ে নেবেন, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। সরকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা গ্রহণের হার বাড়াতে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' ও 'ছাত্রীদের জন্য বি উপবৃত্তি'র ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এই ছাত্রছাত্রীদেরই আবার অতিরিক্ত ফি পরিশোধের জন্য হ আমরা কোন্ দুর্ভাগ্য বলবো?